ধরাশায়ী লালু

অবসান ঘটেছে লালুর রাজত্বের। বিহারে জারি করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসন। হেরে গেলো বিহারের ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। অপমান হতে হলো লালুকে। এখন কী করবেন লালু...

লিখেছেন **জামান আরশাদ**

ভারতের বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে। এর ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পনেরো বছর পর লালু-রাবড়ী রাজ্যের অবসান হলো। গদি ধরে রাখার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদ যাদব। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গত ৭ মার্চ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর বাসভবনে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে রাজ্যপাল বুটা সিংয়ের সুপারিশে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রাষ্ট্রপতির কাছে মন্ত্রিসভার প্রস্তাব পাঠানো হলে রাষ্ট্রপতি ড. আবুল পাকির জয়নালাবেদিন আবদুল কালাম তা অনুমোদন করেন। এখন আর একটা কাজ বাকি, রাজ্যপালের দুই উপদেষ্টা নিয়োগ। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার বলেছে, উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত লালুর সঙ্গে বৈঠক করে নেয়া হবে।

ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের খোঁজখবর যারা রাখছিলেন, তার জানেন, পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল তাতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা ছাড়া বিকল্প কিছু ছিল না। নির্বাচনে এককভাবে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সরকার গঠনের জন্য আরজেডির প্রয়োজন ছিল লোক জনশক্তি পার্টির নেতা রামবিলাস পাসোয়ানের সমর্থন। কিন্তু কেন্দ্রে ইউপিএ শরিক রামবিলাস মুখে না বললেও চেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির শাসন। অন্যদিকে বিজেপি থেকে নীতিশ কুমারকে ভাগিয়ে এনে একটা চেষ্টাও করেছিলেন লালু। তাও সফল হয়নি। লালু চেষ্টা চালিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধী যেন রামবিলাসকে বাধ্য করেন রাবড়ীর সরকারকে সমর্থন দিতে। সে জন্য ৭ মার্চ লালু-পাসোয়ান দু'জনই সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু রামকে নরম করা যায়নি। ক্ষোভে লালু বলেছেন, বিহারে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করা গেল না। তার জন্য রামবিলাস দায়ী থাকবেন। সোনিয়া রামকে বাগে আনতে না পারায় ক্ষিপ্ত লালু মন্ত্রিসভার বৈঠক এড়িয়ে পাটনা চলে যান। মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছিলেন না আরজেডির অন্য পূর্ণমন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিংহ ও রামবিলাসও ছিলেন। তবে মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত যে আরজেডি নেতৃত্বের পরাজয়, তা তারা স্বীকার করে নিচ্ছেন। রঘুপ্রসাদ সে কথা স্বীকার করে বলেছেন, আমরা চাইনি বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন। আমরা চেয়েছিলাম ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে। কিন্তু রামবিলাস তা চাননি। আমরা হেরে গেলাম। হেরে গেলো ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্ব।

সরকার গড়তে না পেরে লালু সোনিয়ার কাছে দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ইউপিএ সরকার থেকে রাম বিলাসকে বের করে দিতে হবে। কারণ কেন্দ্রে ইউপি সরকার থাকতে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির অপমান হতে পারে না। বামপন্থিরা এ বিষয়ে একমত। তারাও মনে করেন রাম খুবই খারাপ, বাজে কাজ করেছেন। তাই তাকে ইউপিএ'তে রাখা সঙ্গত হবে না। তবে কংগ্রেস রাম ইস্যুতে এখনই কোনো জোরালো সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। এর কারণ, রামকে মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দিলে সে ঘুরঘুর করে বিজেপির নোঙরে গিয়ে তার নৌকা ভেড়াবে। কংগ্রেস এই ঝুঁকি নিতে চায় না, বা সেটা নেয়াও সঠিক হবে না।

তবে লালুকেও হারাতে চায় না কংগ্রেস। লালু নিজেও তা চান না। তবে তিনি গরম মানুষ। কখন চটে যান, আর একবার গরম হয়ে গেলে তাকে ঠান্ডা করা কঠিন। তাই কংগ্রেস নেতারা লালুকে বোঝাচ্ছেন, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলেও সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চালু রাখা যাবে। কারণ বিধানসভা থাকবে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি। সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।

বিশ্লেষকদের হিসাবে, লালু এখন সরকার গঠনের জন্য যে পথে এগোতে পারেন বা যে বিকল্পগুলো তার হাতে রয়েছে, তা হলো, এক. রামবিলাসকে সঙ্গে পাওয়া। রাম যদি রাবড়ীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেন, তাহলে রামের ছোট ভাইকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বানাতে লালু রাজি আছেন। এমনকি কেন্দ্রে রামবিলাসকে আরো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দিতেও রাজি। এখন পর্যন্ত রামবিলাস এ প্রস্তাবে রাজি না হলেও তাকে বোঝানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। দুই. এনডিএ থেকে সাবেক রেলমন্ত্রী ও বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ নেতা নীতিশ কুমারকে ভাগিয়ে নিয়ে আসা। কাজটি সহজ তো নয়ই, খুবই কঠিন। নীতিশ, রাবড়ী পালা করে মুখ্যমন্ত্রী হবেন এমন কথাও ভাবতে হচ্ছে লালুকে। তিন. জেডিইউ ও রামবিলাসের দল ভাঙিয়ে বিধায়ক জুটিয়ে ও নির্দলদের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়া।

আরেকটি বিষয়, বিহারের পরিস্থিতি যারা জানেন, তারা স্বীকার করবেন গণতান্ত্রিক সরকার ছাড়া সেখানে শাসন কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কারণ বিহারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। রাষ্ট্রপতির শাসনে আমলাদের দিয়ে সরকার চালালে আইন-শৃঙ্খলা শোচনীয় পর্যায়ে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই যতোটা দ্রুত সম্ভব লালু-রাবড়ীর নেতৃত্বে সরকার গঠনই বিহারের জন্য মঙ্গলজনক হবে।